মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া

গাঁজা (Cannabis)

ক্যানাবিস স্যাটিভা নামক ভারতীয় শন গাছ থেকে ভাং পাওয়া যায় । ভাং গাছে মানসিক সক্রিয়তা উৎপাদক উপাদান THC বা Tetrahydrocanabinal রয়েছে । এটি গ্রহণের ফলে ব্যবহারকারীর মানসিক অবস্থা ও চেতনার পরিবর্তন ঘটায় ।

মারিজুয়ানা ঃ ভাং জাত মাদক হলো মারিজুয়ানা । এ গাছের শুকনো তৃণ ও পুষ্পিত অগ্রভাগ দিয়ে গাঁজা তৈরী হয় । গাঁজাকে সাধারণভাবে "শ্বাস পট দুপি বা মেরিজান নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে । গাঁজার রং ধুসর সবুজ থেকে সবুজাভ বাদামি হতে পারে । গাঁজা বিন্যাস পত্রময় ।

হাশিশ/চরস ঃ ভাং গাছের কষ শুকিয়ে চরস বানানো হয় যা বাদামী বা কালো পিস্টক বা পিন্ডাকৃতির । চরস THC এর উপাদান থাকে । হাশিশ তেল ও ভাং সচরাচর ভাং গাছ থেকে তৈরী হয় ।

ভাং ঃ গাঁজা শ্রেণীর একটি গাছের পাতা, দুধ ও অন্যান্য উপাদানের মিশ্রণে তৈরি হয় ভাং । নেশা জাতীয় পানীয় হিসেবে ভাং ব্যাপক পরিচিত । একে সিদ্ধিও বলা হয় ।

ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ঃ দীর্ঘদিন গাঁজা সেবনের ফলে উদ্যম, স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগের অভাব দেখা দেয় । শ্বাস-প্রশ্বাস, ফুসফুস ও স্বরনালীতে সংক্রমন এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে । মহিলাদের মাসিকের পরিবর্তন, গর্ভবতী নারীদের গর্ভস্থ সন্তানের বিকৃতি, পুরুষের শুক্রাণুর পরিমান হ্রাস এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা লোপ পায় ।

ব্যবহার বন্ধ করে দিলে ঃ দীর্ঘদিন গাঁজা সেবনের পর হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে বিষণ্নতা, উদ্বেগ, অনিদ্রা, ঘাম ও ক্ষুধামন্দা দেখা দেয় । তবে এ প্রতিক্রিয়া সাধারণত এক সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয় না ।

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া

ফেন্সিডিল (Phensedyl)

ফেন্সিডিল আফিম উদ্ভুত কোডিন সহযোগে প্রস্তুত কমলা রঙের তরল পদার্থ। বাংলাদেশে নিষিদ্ধ এই কাশির ওষুধের মূল উপাদান কোডিন ফসফেট। এশিয়ার অন্যান্য দেশে এটি অবৈধ এবং বাংলাদেশে চোরাচালান হয়ে আসে। সিরাপ জাতীয় এই ওষুধের গন্ধ তীব্র এবং ঝাঁঝালো।

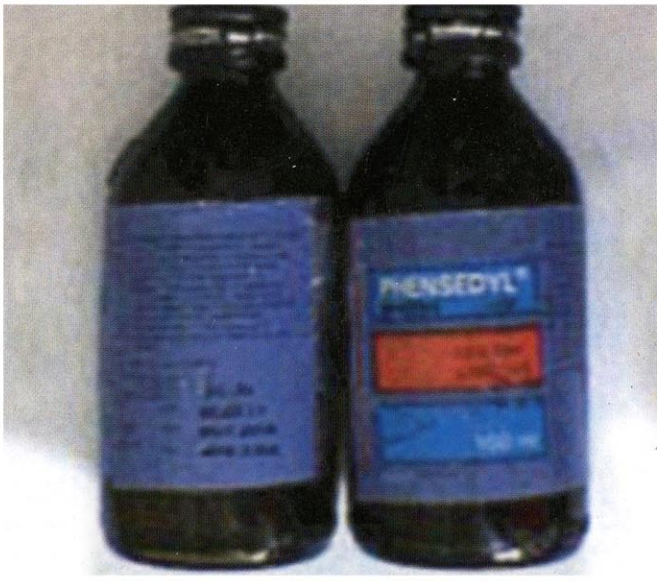

ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ঃ ক্ষুধা, বেদনা ও যৌন অনুভুতির অভাব দেখা দেয়। বমি, মাথা ঘোরা, ঘাম, চুলকানি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। অধিক মাত্রায় ব্যবহার চোখের মনি সংকুচিত করে, দেহের চামড়া স্যাঁতস্যাঁতে ও শীতল করে দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হতে হতে থেমে যেতে পারে।

ব্যবহার বন্ধ করে দিলে ঃ দীর্ঘদিন সেবনের পর হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে প্রচণ্ড বিষণ্নতা, অনিদ্রা, ডায়রিয়া, প্রচুর ঘাম, চোখ ও নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়া, খিঁচুনি, শতি শীত ভাব ও জ্বর দেখা দেয়। তবে এ প্রতিক্রিয়া সাধারণত দুই সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয় না। কারো কারো মধ্যে ব্যবহার বন্ধের অনেক দিন পরও মাদকদ্রব্যের জন্য প্রচণ্ড ব্যগ্রতা লক্ষ্য করা যায়।

হেরোইন (Heroin)

নারকোটিক এনালজেসিক হেরোইন সাধারণত পোড়া মাটির গুড়ার মতো লালচে, কালচে, ধুসর, বাদামী কিংবা সাদা রঙের এবং তেতুলের মতো হালকা গন্ধবিশিষ্ট। এটি নাকে শ্বাস টেনে বা সল্যুশন হিসেবে ইনজেকশনের মাধ্যমে কিংবা ধূমপানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। এর আসল নাম ডায়াসেটাইল মরফিন বা ডায়ামরফিন। মরফিন আসক্তি নিবারণে এটির ব্যবহার করা হয় এবং পরে আসক্তির নতুন উপাদান হিসেবে এর ব্যবহার শুরু হয়।

ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ঃ সাধারণভাবে শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা হ্রাস পায়। ঘনঘন প্রস্রাব, শরীরের সন্ধিস্থলসমূহে তীব্র কাঁপুনি, ত্নী ছুরির আঘাতের মতো পেটে তীব্র ব্যথা এবং কখনো কখনো ব্যথা এতো প্রবল হয় যে খিঁচুনির চোটে শরীর বেঁকে যায়। চোখ দিয়ে ক্রমাগত জল পড়া, ভয়ংকর বমি, মাথা ঘোরা, ঘাম, চুলকানি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। ঘুমের মধ্যেও বমি দেখা যায় এবং শ্বাসনালীতে বমি আটকে প্রায়ই আসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। পুরুষত্ব লোপ পায়, যৌন অনুভুতি থাকেনা। মহিলাদের মাসিক হ্রাস পেতে পেতে বন্ধ হয়ে যায়।

ব্যবহার বন্ধ করে দিলে ঃ দীর্ঘদিন সেবনের পর হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে প্রচণ্ড বিষণ্নতা, অনিদ্রা, ক্রনিক ডায়রিয়া, প্রচুর ঘাম, চোখ ও নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়া, খিঁচুনি ও জ্বর দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে দম আটকে এবং উপসর্গসমূহ তীব্র হয়ে আসক্তের আকস্মিক মৃত্যু ঘটায়।

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া

পেথিডিন/মরফিন/টিডিজেসিক (Pethidine/Morphine/TDJessic)

পেথিডিন, মরফিন ও টিডিজেসিক বেদনা-নাশক হিসেবে ব্যবহৃত একটি কৃত্রিম মাদকদ্রব্য। মরফিন সাধারণত সল্যুশন হিসেবে ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। তবে ট্যাবলেট ও সাপোজিটরি আকারেও পাওয়া যায়। পেথিডিন মরফিন গোত্রের ইঞ্জেক্টেবল ড্রাগ। কিন্তু টিডিজেসিক গবাধি পশুর জন্য উদ্ভুত ইঞ্জেকশন। নেশার জন্য সম্প্রতি এর ব্যবহার বাংলাদেশে খুব একটা কম নয়।

ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ঃ ক্ষুধা, বেদনা ও যৌন অনুভুতির অভাব দেখা দেয়। বমি, মাথা ঘোরা, ঘাম, ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। অধিক মাত্রায় ব্যবহার চোখের মনি সংকুচিত করে, দেহের চামড়া স্যাঁতস্যাঁতে ও শীতল করে দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত গ্রহণের ফলে দীর্ঘ নিদ্রা জনিত কারণে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণতর হতে হতে থেমে যেতে পারে। সিরিঞ্জ ও সুঁচ ব্যবহারের ফলে হেপাটাইটিস ও এইডস সংক্রমণ হতে পারে।

ব্যবহার বন্ধ করে দিলে ঃ দীর্ঘদিন সেবনের পর হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে প্রচণ্ড বিষণ্নতা, অনিদ্রা, প্রচুর ঘাম, চোখ ও নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়া, খিঁচুনি, শতি শীত ভাব ও জ্বর দেখা দেয়। তীব্র খিঁচুনির কারণে শরীর বেঁকে যায়।

আফিম (Opium)

কালচে বাদামি রঙের মন্ড জাতীয় পদার্থ। আবার পাউডার আকারেরও হতে পারে। গন্ধ তীব্র এবং কটু স্বাদযুক্ত। এটা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের সাথে মিশিয়ে খাওয়া যায় আবার ধূমপানের মাধ্যমেও সেবন করা যায়।

ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ঃ ক্ষুধার অভাব দেখা দেয়। বমি, মাথা ঘোরা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। অধিক মাত্রায় ব্যবহার চোখের মনি কিছুটা সংকুচিত করে।

ব্যবহার বন্ধ করে দিলে ঃ দীর্ঘদিন সেবনের পর হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে বিষণ্নতা, অনিদ্রা, প্রচুর ঘাম, চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়া শীত শীত ভাব ও জ্বর দেখা দেয়। তবে এ প্রতিক্রিয়া সাধারণত দুই/তিন দিনের বেশি স্থায়ী হয় না।

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া

কোকেন (Cocaine)

সাদা রঙের মিহি পাউডার জাতীয় পদার্থ। ভুট্টার খইয়ের মতো দানাদারও হতে পারে। গন্ধ তীব্র এবং কটু স্বাদযুক্ত। সিরিঞ্জের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয় বলে হেপাটাইটিস ও এইডস এর সংক্রমন ঘটাতে পারে।
ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ঃ ক্ষুধার অভাব দেখা দেয়। বমি, মাথা ঘোরা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। অধিক মাত্রায় ব্যবহার চোখের মনি কিছুটা সংকুচিত করে।
ব্যবহার বন্ধ করে দিলে ঃ দীর্ঘদিন সেবনের পর হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে বিষণ্নতা, অনিদ্রা, প্রচুর ঘাম, চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়া শীত শীত ভাব ও জ্বর দেখা দেয়। তবে এ প্রতিক্রিয়া সাধারণত এক সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয় না।

ঘুমের ওষুধ (Barbiturates / Tranquilizers)

ঘুমের ওষুধ বা বারবিচুরেটস প্রথমে তৈরি হয়েছিলো অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা ও মৃগীরোগের চিকিৎসার জন্য। ক্যাপসুল বা তরল আকারেও পাওয়া যায়। ট্রাংকুলাইজারও সমগোত্রীয় ড্রাগ। এগুলো শরীরকে নির্জীব ও অবসাদ করে দেয়।
ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ঃ ক্ষুধার অভাব দেখা দেয়। মাথা ঘোরা ও দুর্বলতার উপসর্গ দেখা দেয়। অধিক মাত্রায় ব্যবহার চোখের মনি কিছুটা সংকুচিত করে। সময়, স্থানজ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসে। আসক্ত মায়েদের গর্ভের সন্তান ক্ষীণ শ্বাস, খাদ্যগ্রহণ ও নিদ্রাসংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে জন্ম নেয়।
ব্যবহার বন্ধ করে দিলে ঃ দীর্ঘদিন সেবনের পর হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে বিষণ্নতা, অনিদ্রা, সর্দি ও নাক দিয়ে পানি পড়া দেখা দেয়। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে গড়ে। হতোদ্যম হওয়াসহ নানা প্রকার লক্ষণ দেখা দেয়। তবে এ প্রতিক্রিয়া সাধারণত এক সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয় না।

মদ (Alcohol)

মদের মূল উপাদান ইথাইল এলকোহল বা স্পিরিট। বাংলাদেশে দেশি ও বিদেশি সকল প্রকার মদের আসক্তি লক্ষণীয়। বাংলা মদ, তাড়ি, বিয়ার, ওয়াইন, লিকার ইত্যাদি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।
ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ঃ ক্ষুধার অভাব দেখা দেয়। মাথা ঘোরা ও দুর্বলতার উপসর্গ দেখা দেয়। অধিক মাত্রায় ব্যবহার চোখের মনি কিছুটা সংকুচিত করে। সময় ও স্থানজ্ঞান লোপ পায়। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসে। মদ মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র, লিভার ও পাকস্থলির ক্ষতি করে।
ব্যবহার বন্ধ করে দিলে ঃ দীর্ঘদিন সেবনের পর হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে সর্দি ও নাক দিয়ে পানি পড়া দেখা দেয়। কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে গড়ে। পরিপাকতন্ত্রের পরিপাক ক্ষমতা হ্রাস পায়। ব্যবহার বন্ধ করলে পেটব্যথা সহ উদরাময়ে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।